দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...22 MAY 2005
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ২

শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পদে পদে বৈষম্যের শিকার

শরিফুজ্জামান পিন্টু ঃ একান্ন সালে যুগান্তর পত্রিকা এ অঞ্চলের শিক্ষাচিত্র তুলে ধরে। শিক্ষকদের অনেকেই তখন বেঁচে থাকার তাগিদে পেশা পরিবর্তন করছিলেন। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের কেউবা বিদ্যালয় ছেড়ে চাষী, কেউ কেউ দিনমজুরে পরিণত হন। আর এখন? শিক্ষকতা করার আগ্রহ নিয়ে বেশিরভাগই এই পেশায় আসেন না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হবার পর বেকারত্ব ঘোচানোর উপায় হিসেবে কোনমতে পাস করা যুবক এই পেশায় জড়িত হন। তাঁদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে মেধা ও যোগ্যতা পিছু হটে আর ঘুষ, ডোনেশন এবং রাজনৈতিক পরিচিতি হয়ে ওঠে প্রধান।

শিক্ষা সংস্কারের ভাঁওতা দিয়ে আইয়ুব খানের শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভাল শিক্ষা হবে ব্যয়বহুল, যে বেশি বিত্তশালী তার শিক্ষা হবে ততোধিক। পাকিস্তানী এই জাঁদরেল স্বৈরশাসকের চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই ঘটছে

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক, শিক্ষার্থী

(প্রথম পাতার পর)

স্বাধীন দেশের বিশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থায়। দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পদে পদে বৈষম্যের শিকার। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী, সাধারণ ও মাদ্রাসা, ক্যাডেট ও সাধারণ এবং প্রাইভেট ও পাবলিক শিক্ষার বৈষম্য উল্লেখযোগ্য।

দেশের সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে উপার্জনের সীমারেখা প্রকট। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ৪০ বছর শিক্ষকতা করলে তাঁর আজীবনের ঘাটতি দাঁড়ায় ৯৮ লাখ টাকা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যদি তিন সন্তানের জনক হন এবং মোটামুটি ভদ্র জীবনযাপন করতে চান তাহলে ৪০ বছরে তাঁর মোট ব্যয় এক কোটি ৬৮ লাখ টাকা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আয় করবেন পেনশনসহ ৭০ লাখ টাকা। এমনকি অবসরের পর তাঁর নিজস্ব কোন বাসস্থান থাকবে না। এই ৯৮ লাখ টাকা ঘাটতি মেটে বিভিন্ন উপায়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যখন এই দৈন্যদশা তখন দেশের বৃহৎ পেশাজীবী গোষ্ঠী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বালুগ্রাম আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের অনেক কিছু দেয়া হয়েছে, এমন আত্মতৃপ্তি সব সরকারের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও কার্যত দুর্মূল্যের এই বাজারে তাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ঈদ বোনাসের নামে শিক্ষকদের পাঁচ শ' বা সাত শ' টাকা ধরিয়ে দেয়া উপহাস বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রবীণ শিক্ষক নেত্রী হেনা দাসের মতে, সমান ও সমযোগ্যতার শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধার বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। তিনি বলেন, বর্তমান ভোগবাদিতার যুগে যে সমাজে অর্থবিত্তের মাপকাঠিতে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ হয়, সেখানে ত্যাগ-তিতিক্ষার মনোভাব নিয়ে এই পেশায় আসা লোকের সংখ্যা অস্বাভাবিক কমে গেছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারীর দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব এম. আরজু। তিনি বলেন, একজন পিয়ন এক শ' টাকা বাড়ি ভাড়াসহ ১৫শ' টাকার স্কেলের শতকরা ৯০ ভাগ বেতন হিসেবে ১৩৫০ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সর্বোচ্চ ১৬৯৪ এবং সর্বনিম্ন ১৬৩৪ টাকা বেতন পান। এরপর ওভারটাইম, চাকরির নিশ্চয়তা, চাকরিবিধি কোন কিছুই নেই।

দেশে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র শিক্ষকতা পেশায় আসছে না, শিক্ষায় প্রকট হচ্ছে মেধার সঙ্কট। আবার প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে অযোগ্য ছাত্রই শিক্ষক হচ্ছে। মেধাবীদের শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় আকৃষ্ট না হবার কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক মনসুর মুসা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক সাত হাজার টাকা বেতন পাবেন, আরেকজন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বেতন পান ৭০ হাজার টাকা। বাজার অর্থনীতির যুগে বেতন একটি বড় ব্যাপার। তাছাড়া মেধাবীকে শিক্ষকতা পেশায় সহ্য করা হয় না।

দেশের ৫৩ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মোটা টাকায় কিনে নিচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা ধার করেই মূলত চলছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। যে মহান লক্ষ্যে দেশে এক যুগ আগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল তা এখন স্রেফ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে জিম্মি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদন ছাড়া খোলা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো মিলিয়ে প্রায় ষাটটি প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

বেশিরভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভুয়া সনদ বিক্রির কারখানা। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলনা করা হয় উন্নতমানের কোচিং সেন্টারের সঙ্গে। চিটার জামাইল্যা'র মতো ব্যক্তি উপাচার্য সেজে প্রতারণার রেকর্ড গড়ে জেলে ঢুকেছে। কোচিং সেন্টারের মালিক, কনসালট্যান্সি ফার্ম এমনকি আদম ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ হচ্ছে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মুদি দোকান, গার্মেন্টস বা জুতার মার্কেটের ওপরে ফ্লোর ভাড়া নিয়ে চলছে অধিকাংশ প্রাইভেট-বিশ্ববিদ্যালয়। বনানীর কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ এবং গুলশান ঘিরে গড়ে উঠেছে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. আসাদুজ্জামান মনে করেন, প্রায় ৪০ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া খুবই নিম্নমানের। তিনি বলেন, এমন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষক নেই, ছাত্র নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আর আছে একজন নামসর্বস্ব উপাচার্য। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো ক্রেডিট ট্রান্সফারের নামে আদম পাচার করছে। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে কোন্ সেমিস্টারের ছাত্র? সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করেছে, স্যার সেমিস্টার কি? বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভাড়া করে আনার ঘটনাও ঘটে। আর শিক্ষক তো ভাড়া করাই হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য ও বাণিজ্য বন্ধ না হলেও অনেকটা কমেছে।

ড. আবুল বারকাত বলেন, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যবসাটি ভদ্রলোকী দুর্বৃত্তায়ন। এটা অনেকটা ঢাকার চারপাশে জমিজমার মতো, যেখানে জমির দরের সঙ্গে প্রকৃত দরদামের কোন সম্পর্ক নেই। প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রের মূল্যতত্ত্ব এটি বিশ্লেষণে অপারগ।

সিআইডি পুলিশের সাবেক প্রধান এবং ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাসুদুল হক বলেন, দেশের প্রায় দু'লাখ ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দসই বিষয়ে ভর্তি হতে পারে না। এদের সিংহভাগই বিদেশে চলে যেত, এখন প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তা ছাড়া কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুণগত শিক্ষা প্রদান করছে।

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরেই শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে মেধা, যোগ্যতার চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে দুর্নীতি এবং দলীয় পরিচয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে কেবল এডহকভিত্তিতে দেড় হাজার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহাসানুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় যোগ দেবার পর মন্ত্রণালয়ের নোটশীটে মন্তব্য করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনরকম স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা নেই। এমনকি মন্ত্রণালয় চেষ্টা করেও কোন্ প্রক্রিয়ায় কত জনবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছে তা আনুষ্ঠানিক এগারোটি চিঠি দিয়েও জানতে ব্যর্থ হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নোটশীটে কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন, উপাচার্য আফতাব আহমাদ কি সকল জবাবদিহিতার উর্ধে? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪৪ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩২৪ পদের জন্মই হয়নি। এভাবে বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা এবং সাক্ষাতকার ছাড়াই নিয়োগরঙ্গ চলছে প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।

দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয় বিনামূল্যে। কিন্তু নিখরচা লেখাপড়ার অবস্থাও যাচ্ছেতাই। এতে বেতন এবং বই ছাড়া সব খরচই বহন করতে হয় অভিভাবককে। অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, বিনামূল্যের শিক্ষা বলা হলেও প্রথম শ্রেণীতে একজন শিশুর পেছনে অভিভাবকের বছরে গড়ে দু'হাজার টাকা এবং দশম শ্রেণীতে একজন ছাত্রীর পেছনে ৯ হাজার ৪৪০ টাকা খরচ হয়। আরেক গবেষণায় বলা হয়েছে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বছরে গ্রামে ৯৮২ টাকা, শহরে ২১৮১ টাকা খরচ করতে হয়। কিন্ডারগার্টেনে এই ব্যয় ৫৭১১ টাকা। অথচ সরকারী বরাদ্দ প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৭৭৫ টাকা।

এদিকে এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্য মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৩ হাজার টাকা হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর পেছনে তা পাঁচ হাজার টাকা, ক্যাডেট কলেজে এই ব্যয় আরও বেশি।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা গত ১৪ বছরে একটিও বাড়েনি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৪) অনুযায়ী ১৯৯১ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৭০০, ২০০৫ সালে এসেও সংখ্যাটিতে কোন রকম হেরফের ঘটেনি। তবে ১৯৯১ সালে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১ হাজার ৮৪৫ থেকে বেড়ে ২০০৪ সালে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৪৮৫।

দেশের শিক্ষা এখন বাজারমুখী। যে কারণে কমে যাচ্ছে বাংলা, ইতিহাস বা দর্শনের মতো বিষয়গুলোর কদর। চাকরির বাজারে ডিগ্রী পাস কোর্স গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় ঢাকা কমার্স কলেজসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পাস কোর্স তুলেই দিয়েছে। এখন উচ্চ শিক্ষায় কম্পিউটার সায়েন্স বা এমবিএ পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, তাঁর বিভাগে শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি হয় বাধ্য হয়ে। পছন্দ না থাকা সত্ত্বেও এসব শিক্ষার্থী কেবল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার জন্য অপছন্দের অথবা বাজার চাহিদা কম থাকা বিষয়ে ভর্তি হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা বঙ্কিম সাহিত্য পড়তে যার ভাল লাগে না বা আগ্রহ কম তাকে বাধ্য হয়েই তা গলাধঃকরণ করতে হয়।